সংঘমিত্রা দে

অপদার্থ

এক টা সোনালী কলম পেলে, কবিতা লিখতাম।
এরকমই ইচ্ছে ছিল।
অথচ পেলাম যখন---
আমার আঙুল কলমের তৈলাক্ত শরীর বেয়ে পিছলে পড়ল খাতায়।
কবিতা হল না।
লোকে বলল --- 'তুমি নেহাতই মধ্যবিত্ত হে! ডট পেনে লেখ।'
বেশ। ট্রেনের হকারকে বললাম---'একটা সস্তার কলম পেলে
আমি প্লাবন ডেকে আনতে পারি।'
কেনা হল, লেখা হল; কিন্তু এবারও কবিতা হল না।
মন খারাপ, সমুদ্রের কাছে গেলাম।
ঢেউ -ভেজা বালির উপর আমার অপদার্থ আঙুল খেলতে লাগল---
'আমি আর স্বপ্ন দেখি না, আমি ভালো আছি।'
সমুদ্র ছুটে এসে নিয়ে গেলো কিছু বালি ও আমার স্বীকারোক্তি।
তারপর স্পর্শ করে আমার হাত,
বলল--- 'এই নাও ঝিনুক ! তোমাকে দিলাম' ।
আমি অবাক হয়ে দেখলাম,
আমার কবিতা পড়ে সমুদ্র নীল হয়ে গেল।
আমার আঙুলে বিষ আছে।
সমুদ্র ক্ষমা করো।

উৎসর্গ

এক টা শিউলি গাছ ছিল,
আজ নেই।
এক টা চড়াই পাখি ছিল,
আজ নেই।
এক টা ভাঙা হ্যারিকেন ছিল,
আজ নেই।
তালপাখার বাতাস ছিল,
আজ নেই।
মায়ের হাতে হলুদ ছিল,
আজ নেই।
উঠোন ভরা দূর্বা ছিল,
আজ নেই।
কুসুম-কুসুম ভোর ছিল,
আজ নেই।
শঙ্খ-ডাকা-সন্ধ্যা ছিল,
আজ নেই।
গল্প-বলা-রাত ছিল,
আজ নেই।
এক জানালা রোদ ছিল,
আজ নেই।
এক ছাদ বৃষ্টি ছিল,
আজ নেই।
এক মাঠ ছুটি ছিল,
আজ নেই।
এক কলম কবিতা ছিল,
আজ নেই।
দু-এক টা স্বপ্ন ছিল,
আজ নেই।
দু একজন বন্ধু ছিল,
আজ নেই।
মুগ্ধ কিছু দৃষ্টি ছিল,
আজ নেই।
এক টা কেমন জীবন ছিল,
আজ নেই।
দেওয়ার অনেক কিছুই ছিল,
আজ নেই।
এখন শুধুই আমি আছি।
নাও!
তোমাকে দিলাম।